নিজের গোসম্পদকে বুঝুন

অধিক যত্ন, অধিক দুধ

রাষ্ট্রীয়
ডেয়ারী
বিকাশ
বোর্ড

হে গোমাতা, আপনার দুধ এবং ঘী থেকে দুর্বল শক্তিশালী এবং রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে। আপনার আওয়াজে আমাদের ঘর পবিত্র হয়ে ওঠে তথা সমাজেও আপনার মহিমা বর্ণনা করা হয়।

- অথর্ববেদ

ভূমিকা

রাষ্ট্রীয় ডেয়ারী বিকাশ বোর্ড, দেশের মুল দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরীব ও প্রান্তিক চাষীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বদা কাজ করে চলেছে। এই সকল চাষী যারা মূলত একটি বা দুইটি গবাদি পশু পালন করেন তারা দুধ বিক্রির আয় থেকেই জীবন নির্বাহ করেন। ডেয়ারিং বা দুধের ব্যবসাকে লাভজনক করার জন্যে সুস্থ গবাদি পশুর গুরুত্ব অপরিসীম। এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারী বিকাশ বোর্ডের তরফ থেকে "গবাদি পশুদের লালন পালনের সহায়িকা" পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে পশুদের স্বাস্থ্য , আহার (পুষ্টি), প্রজনন ও সবুজ ঘাস উৎপাদন এবং তার সংরক্ষণের প্রাথমিক তথ্য দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গবাদি পশুপালনের প্রাথমিক ধ্যান-ধারনা থাকা স্বত্তেও দুগ্ধ চাষীদের পশুর শারীরিক লক্ষণ ও ইঙ্গিত-আচরণ সম্মন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। বিভিন্ন সময়ে পশুরা নানারকম আচরণ করে থাকে, যা সঠিক ভাবে লক্ষ করতে পারলে তাদের অসুবিধা, অস্বস্তি, শেডের পরিচ্ছন্নতা, খাবারের চাহিদা বিবিধ বিষয়ে অবগত হয়ে সেই বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সুবিধাজনক হয়। "নিজের গোসম্পদকে বুঝুন" বইটি দুগ্ধ পশুপালকদের সহায়তার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে, যাতে তারা গবাদি পশুদের সেই সকল আচরণগুলো বুঝতে পেরে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন ও অহেতুক দেরী না করে সমূহ ক্ষতির থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

যে সকল দুগ্ধ চাষী, উন্নতর ও আধুনিক পশুপালন পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেদের জীবন ও জীবিকার উন্নতির স্বপ্ন দেখেন, এই বইটি তাদের জন্যে খুবই কার্যকর।

সূচীপত্র

এক নজরে	1
1) সুস্বাস্থের লক্ষণ	2
2) শারীরিক লক্ষণ / ইঙ্গিত	3
3) কার্যকলাপ চক্র	8
4) প্রসবের লক্ষণ	9
অ) প্রথম পর্যায়: প্রসবের পূর্ব সংকেত (প্রসবের ২৪ ঘণ্টা পূর্বে)	9
আ) দ্বিতীয় পর্যায়: প্রসবের সংকেত (আধ ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা)	10
ই) তৃতীয় পর্যায়: গর্ভফুল বাহির হওয়া (৩-৮ ঘণ্টা)	10
5) সুস্থ সদ্যজাত বাছুরের লক্ষণ	11
6) পা এবং চলনশক্তির লক্ষণ	13
7) খাদ্যভ্যাসের লক্ষণ	15
8) স্বাস্থ্যবিধি এবং বাঁটের স্বাস্থ্য সম্বন্ধনীয় লক্ষণ	16
9) গরমেরকারণে পীড়নের লক্ষণ	17
10) বাসস্থান বা গোয়াল ঘর সম্বন্ধিত সংকেত	17
11) চাপ (স্ট্রেস) অথবা ব্যাথার কারণে বিভিন্নরকম আওয়াজ	19
A) শারীরিক অবস্থার স্কোর	20
B) পেট ভর্তির স্কোর (রুমেন ফিল স্কোর)	20
C) চলনশক্তির লক্ষণ	21
D) পায়ের স্কোর	22
E) গোবরের ঘনত্বের স্কোর	23
F) গোবরের পচনক্ষমতার (Manure Digestibility) স্কোর	23
G) বাঁটের মুখের অবস্থারস্কোর	23
H) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার স্কোর	24

এক নজরে

একাধিক আকার-ইঙ্গিত বা বিভিন্ন রকম লক্ষণের দ্বারা একটি গবাদি পশু নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানান দিয়ে থাকে এবং পশুপালকেরা জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত, সেই লক্ষণ দেখে, সেটা ভাল না খারাপ, তা বুঝতেও পারে।

এই আকার-ইঙ্গিতবা লক্ষণ গুলির অর্থ বুঝতে পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইগুলি সময়ের সাথে সাথে পরীক্ষিত ও পরিমাপযোগ্য। এইগুলি পশুপালকের মনে তাঁর পশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক দৃঢ় অনুভুতির বিকাশ করে।

বিভিন্ন লক্ষণ ও ইঙ্গিত নানানরকম অবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম, যেমন – আহার, স্থানের উপলব্ধতা, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি। লক্ষণ বা ইঙ্গিতে কোনরকম অস্বাভাবিকতা নজরে এলে তাকে গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত ও দরকারে পশুচিকিৎসকের সাথে স্বত্তর যোগাযোগ করাই শ্রেয়। নিচে দেওয়া টেবিলে বিভিন্ন লক্ষণ ও ইঙ্গিত এবং তাদের প্রাসঙ্গিকতার সারসংক্ষেপ বর্ণিত রইল।

ক্র.	লক্ষণ ও ইঙ্গিত	প্রাসঙ্গিকতা
1	স্বাস্থ্য	আহার ও পরিচর্যার অভ্যাসের দিকে ইঙ্গিত করে।
2	শারীরিক গঠন	স্বাস্থ, রোগ, খাদ্যাভ্যাস ও পাচনশক্তি, দৈনন্দিন কার্যকলাপে পরিবর্তণ, গরম / ঠান্ডার কারণে চাপ (স্ট্রেস), পোকামাকড়ের উৎপাত, ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে।
3	শারীরিক অবস্থা	বিয়ানের সময়কালীন স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস, বিপাকীয় রোগ, প্রসবের পর পরবর্ত্তী প্রজননের জন্যে দৈহিক অবস্থা, ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে।
4	বাছুরের জন্ম	অস্বাভাবিক কোনো লক্ষণ কে চিহ্নিত করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
5	সদ্যোজাত বাছুর	অস্বাভাবিক কোনো লক্ষণ কে চিহ্নিত করে দরকারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
6	পা ও চলাফেরা	খাদ্যাভ্যাস, ক্ষুরের অসমানতা, গোয়ালঘর ও তার মেঝের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে।
7	পেটের অবস্থা	শারীরিক অসুস্থতা, অপর্যাপ্ত আহার, ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত।
8	আহার ও গোবর	সুষম আহারের অসামঞ্জস্যতা, বিপাকীয় রোগ, ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করে।
9	পরিষ্কার পরিচ্ছনতা	গোয়ালঘরের পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইঙ্গিত করে।
10	বাঁটের মুখ	দুধ দোহনের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।
11	গরমের কারণে চাপ (স্ট্রেস)	অতিরিক্ত গরমের কারণে হওয়া চাপের (স্ট্রেসের) মাত্রা নির্ধারন করতে সাহায্য করে।
12	বাসস্থান	গোয়ালঘরের বিভিন্ন ব্যবস্থা, যেমন – মেঝে, হাওয়া চলাচলের অবস্থা, খাবার দেওয়ার জায়গা (manger), লোহার বেড়া, গোবর পরিষ্কার করা, পোকামাকড়ের উৎপাত, ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে।
13	ব্যাথা-বেদনার সময় করা আওয়াজ	মানসিক স্থিতি, রোগের অবস্থা ও ব্যথার জায়গা নির্ধারন করতে সাহায্য করে।

1 সুস্বাস্থের লক্ষণ

একটি সুস্থ গবাদি পশু তার বিভিন্ন লক্ষণ এর মধ্যমে শরীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে জানান দেয় যা দেখে পশুপালকেরা সহজেই পশুটির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুমান করতে পারেন।

গবাদি পশুর নাক-মুখ সবসময় ভেজা ভেজা ভাব (আদ্র) ও ঠান্ডা থাকা উচিত।

সুস্বাস্থের লক্ষণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

বিবরণ	সুস্বাস্থের লক্ষণ
নাক-মুখ	সবসময় ভেজা ভেজা ভাব (আদ্র) ও ঠান্ডা এবং ঘনঘন চাটতে থাকা।
চোখ	উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকা উচিত। লালচে চোখ, চোখ দিয়ে জল পড়া বা পিচুটি জমা অসুস্থতার লক্ষণ হতে পারে।
শ্বাস প্রশ্বাস	স্বাভাবিক থাকবে। হাঁফ ধরা বা হাঁফানির মত নিশ্বাস নেবে না।
চামড়া ও লোম	চকচকে মসৃণ, টানটান ও পরিষ্কার থাকবে। উকুন, পোকামাকড় বা ফুসকুড়ি থাকবে না। চামড়া বিবর্ণ হওয়া পশুর শরীরে খনিজ পদার্থের অভাবের লক্ষণ। চামড়া / লোম কুঁচকে যাওয়া, শরীরে কৃমি সংক্রমনের ইঙ্গিত দেয় ।
চেহারা / গঠন	ব্রীড অনুযায়ী গবাদি পশুর গড় ওজন হওয়া উচিত, রুগ্ন বা দুর্বল হওয়া উচিত নয়।
চলাফেরা	স্বাভাবিক ভাবে হাঁটবে, খোঁড়াবে না; ধীরে ধীরে বা বেঁকে তেরে বসার চেষ্টা করবে না; বসে থাকা অবস্থা থেকে মসৃণ ভাবে উঠে দাঁড়াবে, গবাদি পশুর চলাফেরা স্বাভাবিক, সে হাঁটবার সময় পিছনের পাটি , সামনের পা যেখানে ফেলেছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই ফেলে, খোঁড়া বা যে পশুর চলাফেরা অস্বাভাবিক, তাদের পা আগে-পিছনে পড়বে।
বাঁট ও পালান	বাঁট বা পালানের সাইজ (আকার), সুস্থতার কোনও মাপকাঠি নয়। সামনের দিকে এগিয়ে থাকা পালানের গায়ে শিরার স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠবে, পালান বেশি মাংসল বা ঝুলে থাকবে না। গবাদি পশুর চলাফেরার সময় তার পালান সুঠাম থাকবে ও বেশি দুলবে না।
আচরণ	উৎসুক, সতর্ক ও পরিতৃপ্ত; পালের থেকে আলাদা থাকবে না, অনিচ্ছুক বা বদমেজাজী আচরণ ইত্যাদি পশুর স্বাভাবিক লক্ষণ নয়।
শারীরিক অবস্থার স্কোর	গবাদি পশুর স্বাস্থের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। একটি স্বাস্থবান পশুর শারীরিক অবস্থার স্কোর (স্কোর, বিস্তারিত পৃ 20) 2 থেকে 3 এর মধ্যে থাকবে (বিয়ানের অবস্থা ও গর্ভবস্তার পরিস্থিতি অনুযায়ী)।

পশুর ওজন অনুমান করার উপায় :

একটি সুস্থ পশুর শারীরিক ওজন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার জন্যে নিম্নলিখিত সূত্রটি প্রযোজ্য :

$$\text{ওজন (কিলো)} = \frac{[\text{ঘের(C)(ইঞ্চিতে)}]^2 \times [\text{লম্বা (AB)(ইঞ্চিতে)}]}{660}$$

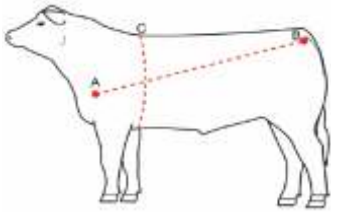

2 শারীরিক লক্ষণ

শারীরিক লক্ষণগুলি পশুদের স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রতিফলিত করে। স্বাভাবিক মান সুস্থ পশুর লক্ষণ। স্বাভাবিক মানের থেকে নড়চড় (বিচ্যুতি) দেখতে পেলে সাথে সাথে পশুচিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

শারীরিক তাপমাত্রা, শ্বাস প্রশ্বাস ও জাবর কাটা সর্বদা স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই থাকা উচিত।

শারীরিক লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

	যা জানতে হবে	যা অস্বাভাবিক	সম্ভাব্য কারণ
শারীরিক তাপমাত্রা	• গবাদি পশুদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 38˚C -39˚C (101.5 +1˚F) • শরীরের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হলে, তাপমাত্রা ভোরবেলা বা রাতের দিকে নেওয়া উচিত।	• অধিক তাপমাত্রা (জ্বর)। • তার সাথে অতি দ্রুত শ্বাস নেওয়া, কাঁপুনি ও মাঝেমধ্যে পাতলা পায়খানা (গোবর)। • গা গরম থাকলেও শিং, পা ও কান ঠান্ডা থাকে।	• সংক্রমন • গরমের কারণে হওয়া চাপ (স্ট্রেস)/ • শারীরিক ভাবে অতি উত্তেজিত
		• গা ঠান্ডা (হাইপোথার্মিয়া)	• হাইপক্যালসেমিয়া (দুগ্ধ জ্বর) • বেশি মাত্রায় সংক্রমন বা বিষক্রিয়ার ফলে, ভয় পেয়ে হতচকিত (শক) হয়ে যাওয়া। • অতিরিক্ত ঠান্ডা আবহাওয়ায় থাকা।
শ্বাস প্রশ্বাস	• পূর্ণবয়স্ক পশুর স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া হল মিনিটে 10 থেকে 30 বার (শ্বাস + প্রশ্বাস)। বাছুরের ক্ষেত্রে মিনিটে 30 - 50 বার।	• অতি তাড়াতাড়ি শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া	• জ্বর • গরমের কারণে হওয়া চাপ (স্ট্রেস) জনিত অসুস্থতা • শারীরিক ভাবে উত্তেজিত বা যন্ত্রনা কাতর।
	• পশুর পিছনদিকে দাঁড়িয়ে তার ডান পাশের দিকে তাকালে পশুটির শ্বাসক্রিয়া সব থেকে ভালোভাবে দেখা যায়।	• ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া	• দুগ্ধ জ্বর • ভয় পেয়ে হতচকিত (শক)
		• কষ্ট করে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া	• শ্বাসনালি বন্ধ • ভয় পেয়ে হতচকিত

মলদ্বারে ডিজিটাল থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মাপার নিয়ম:

1 ব্যবহারের আগে শূন্য (0) নিশ্চিত করুন।
2 মলদ্বার দিয়ে থার্মোমিটার টি একটু কাত করে ঢোকাতে হবে যাতে সেটি ভিতরের চামড়ার সাথে লেগে থাকে।
3 এক মিনিট রাখতে হবে।
4 থার্মোমিটার টি পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর রিডিং লিখে রাখুন।

শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যবেক্ষন করার নিয়ম:

1 পশুটি শান্ত আছে (চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে), সেটা নিশ্চিত করুন।
2 নিরাপদ দূরত্বে পশুটির পিছনে দাঁড়ান।
3 পশুটির ডান দিকের পেটের (তীর চিহ্নিত জায়গাটি) নড়াচড়া ভালো করে পর্যবেক্ষন করুন।

	যা জানতে হবে	যা অস্বাভাবিক	সম্ভাব্য কারণ
জাবর কাটা	• একটি গবাদি পশু প্রতিদিন সবমিলিয়ে 7-10 ঘণ্টা জাবর কাটে, 5-25 বার, একেকবার 10 মিনিট থেকে 1 ঘণ্টা ধরে। • জাবর কাটার সময় 45-60 সেকেন্ড ধরে 40-70 বার চিবোতে থাকে। • জাবর কাটার জন্যে প্রতি মিনিটে 1-3 বার মুখ নাড়ায়	• কম জাবর কাটা	• অসামঞ্জস্য সুষম আহার • আহারে দানার আধিক্য • আহারে অপর্যাপ্ত ফাইবার • অপর্যাপ্ত আহার • অন্যান্য অসুখ
		• ধীর গতিতে জাবর কাটা (কম মুখ নাড়ানো)	• মিল্ক ফিভার (দুগ্ধ জ্বর) • অ্যাসিডোসিস (রক্তে অ্যাসিড বৃদ্ধি) • সংক্রমন
আহার	• একটি গবাদি পশু প্রতিদিন 5 ঘণ্টা ধরে আহার করে। • প্রতিদিন 10-15 বার খাবে। • পেট ভর্তির স্কোর (রুমেন ফিল স্কোর) বিয়ানের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।	• পেট ভর্তির স্কোর (রুমেন ফিল স্কোর) কমে যাওয়া। • খাবার খাওয়ার সময় কমে যাওয়া।	• অপর্যাপ্ত খাবার বা অসুস্থতা।
		• অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণ (কাদা মাটি বা যা পায় তাই)	• পিকা / পাইকা রোগের (ফসফরাস স্বল্পতা) লক্ষণ।
জলপান	• গবাদি পশুদের জন্যে সর্বক্ষণ পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকা উচিত। • শরীরে প্রতি লিটার দুধ তৈরি হতে 3-5 লিটার জলের দরকার হয়। • গরমকালে জলের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়।	• দুধ কমে যাওয়া। • কোষ্ঠকাঠিন্য • পশু জল খায় না	• পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানীয় জল না থাকা। • জলে দুর্গন্ধ / নোংরা / শ্যাওলা • জলে পোকা / মশার ডিম
		• জলপানের প্রবৃত্তি (পশুটির জল খাওয়া নিয়ে দ্বিধা থাকা ও কম পরিমাণে জলপান করা, মূত্রে রক্ত বা মূত্রের রঙ কফির মত হওয়া)	• দীর্ঘক্ষন ধরে পশুটি পরিষ্কার পানীয় জল না পেলে

রুমেনের নড়াচড়ার পরিমাপ:

1 মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে গবাদি পশুর বাম দিকের পেটের (রুমেনের) খাঁজের মধ্যে (পাশের ছবি) চেপে ধরুন।
2 মুঠো দিয়ে হালকা চাপ প্রয়োগ করুন এবং এক মিনিট ধরে রাখুন।
3 পেট (রুমেন) সংকুচিত হলেই, চেপে থাকা মুষ্টিবদ্ধ হাতটা বাইরের দিকে ঠেলে দেবে।

আপনি কী জানেন?

একটি পূর্ণবয়স্ক গবাদি পশুর পেটে (রুমেনে) 100-150 লিটার জল ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।

মলত্যাগ

যা জানতে হবে	যা অস্বাভাবিক	সম্ভাব্য কারণ
• একটি গবাদি পশু প্রতিদিন 10-25 বার মলত্যাগ (গোবর) করে • গোবরের পরিমাণ তার ওজনের উপর নির্ভর করে • 350-400 কেজি ওজনের একটি গবাদি পশুর শরীর থেকে একদিনে নির্গত গোবরের পরিমাণ 20-25 কেজি • গোবরের পাচনক্ষমতার স্কোর 3 হওয়া বাঞ্ছনীয় (গোবরের পাচনক্ষমতার স্কোর দেখুন)	• গোবরের পরিমাণ বা মলত্যাগ করার সংখ্যা কমে যাওয়া / কোষ্ঠকাঠিন্য / অতিঘন বা পাতলা গোবর • ডায়রিয়া • গ্যাস / পেট ফাপা	• দুগ্ধ জ্বর • কেটোসিস • অপর্যাপ্ত জলপান • বিষক্রিয়া • খাদ্যনালীতে সংক্রমন • পেটে পরজীবী ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমন • ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস (গোবরে ফেনা, হলুদেটে-বাদামি গোবর) • জন'স রোগ (গোবরে অত্যাধিক বুদবুদ) • খাদ্যাভ্যাসে হঠাৎ পরিবর্তণ • শরীরে / পেটে পরজীবীর সংক্রমন
• শামুকের সংখ্যা অনেক, এমন জলা জমি বা নিচু এলাকায় আম্ফিস্টোম্স ও সিস্টোসোম্স রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ও তার বিশেষ চিকিৎসার প্রায়জন হয়	• পচা / অতীব দুর্গন্ধ পাতলা গোবর সহ ডায়রিয়া ও bottle jaw (বটল য) • ডায়রিয়া, ওজন হ্রাস, রক্তাল্পতা, গোবরে রক্ত	• আম্ফিস্টোম্স • সিস্টোসোম্স (সাব ক্লিনিকাল সংক্রমনের জন্য পশুর বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন কমে যায়)
• প্রসবের পরপরই কেটোসিস / দুগ্ধ জ্বর ইত্যাদির ফলে দানা খাওয়ার পরিমাণ হ্রাস হওয়ার জন্যে এবঅমসামের স্থানচ্যুতি (abomasal displacement) হতে পারে।	• অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা পেস্ট জাতীয় গোবর, যা দেখে সচরাচর উপরে একটা তেলের লেয়ার আছে মনে হবে।	• বাম দিকে এবঅমসামের স্থানচ্যুতি।
• পরিচর্যা ও খাদ্যাভ্যাসে হঠাৎ পরিবর্তণ, জলপান কম করা, পরজীবীর সংক্রমন, দাঁতের অস্বাভাবিক পরিবর্তণ, বা অতিরিক্ত গ্যাজলা ধরা খাবার খেলে পেটে (অন্ত্রে) ব্লকেজ হতে পারে	• পায়খানা করতে অসুবিধা ও শ্লেষ্মার সাথে রক্ত আসা	• পেটে (অন্ত্রে) ব্লকেজ
• গোবরের পাচনক্ষমতার স্কোর 1 হওয়া বাঞ্ছনীয় (গোবরের পাচনক্ষমতার স্কোর দেখুন)	• গোবরে হজম না হওয়া খাবার (1-2 সেমি)	• বদহজম • পেটে সংক্রমন
	• গোবরে দেশলাই কাঠির সাইজের টুকরো	• দাঁত / পেটের (অন্ত্রের) অসুখ

	যা জানতে হবে	যা অস্বাভাবিক	সম্ভাব্য কারণ
মূত্রত্যাগ	• একটি গবাদি পশু প্রতিদিন প্রায় 10 বার মূত্রত্যাগ করে। • মূত্রের পরিমাণ তার ওজনের উপর নির্ভর করে (প্রতিঘণ্টায় 1 মিলি লিটার মূত্র, প্রতি 1 কেজি ওজনের জন্যে)। • 350-400 কেজি ওজনের একটি গবাদি পশুর একদিনে 8.5 – 10 লিটার মূত্রত্যাগ করে।	• মূত্রত্যাগের পরিমাণ কমে যাওয়া।	• হাইপক্যালসেমিয়া (দুগ্ধ জ্বর)
		• মূত্রের স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তণ।	• বেবেসিওসিস • জলপানের প্রবৃত্তি • মূত্রনালিতে সংক্রমন
		• মূত্রত্যাগে অসুবিধা/কষ্ট	• মূত্রনালিতে সংক্রমন • কিডনির সমস্যা
দুধের উৎপাদন	• পশুর সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদন প্রসবের 1-2 মাস পর দেখা যায়। • প্রাপ্ত বয়স্ক গাই গরুর তুলনায় একটি বকনা গরু প্রথম বিয়ানে 75% এবং দ্বিতীয় বিয়ানে 90% পর্যন্ত উৎপাদন করতে পারে	• হঠাৎ করে দুধ উৎপাদন কমে যাওয়া	• দুধ দোহন/ব্যক্তির পরিবর্তনের জন্য (মোষ নতুন পরিবর্তণ অনুসরণ করতে বেশি সময় নেয়) • প্রতিকূল আবহাওয়া • খাদ্য/খাদ্যঅভ্যাসে পরিবর্তণ • পশু ঋতুতে থাকার সময় • দুগ্ধ জ্বর • কেটোসীস
		• দুধের রঙ পরিবর্তণ	• ঠুনকো/ম্যসটাইটিস • ফসফরাসের অভাব • বাঁটে হওয়া আঘাত
		• দুধের ফ্যাট% কমে যাওয়া	• সাব ক্লিনিকাল ম্যসটাইটিস • রোগা অথবা মোটা পশু • উচ্চ শক্তিযুক্ত আহার খাওয়ার ফলে • কম পরিমাণ অথবা নিম্ন মানের রাফেজ খাওয়ার ফলে
		• দুধের এসএনএফ % কমে যাওয়া	• সাব ক্লিনিকাল ম্যসটাইটিস • কম শক্তিযুক্ত আহার খাওয়ার ফলে • গরমের কারণে হওয়া চাপ(স্ট্রেস) • অপর্যাপ্ত আহার • নিম্ন মানের রাফেজ খাওয়ার ফলে

আপনি কী জানেন?

1 লিটার দুধ তৈরি হতে গেলে, পালানের মধ্যে দিয়ে 500 লিটাররক্তের সঞ্চালন প্রয়োজন।

	যা জানতে হবে	যা অস্বাভাবিক	সম্ভাব্য কারণ

গরম / ঋতুর লক্ষণ	• একটি গবাদি পশুর যৌবন কাল শুরুর গড় বয়স:
	  • ক্রস ব্রিড – দেড় বছর
	  • দেশী ব্রিড – আড়াই বছর
	  • মোষ – আড়াই-তিন বছর
	• মোষেদের ঋতুর লক্ষণ খুব পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় না।
	• প্রসবের 40 দিন বাদে আবার ঋতুতে আসে
		• উপযুক্ত বয়স হওয়ার পরেও পশু যখন ঋতুতে না আসে।	• অপুষ্টি
			• খনিজ পদার্থের স্বল্পতা
			• কৃমি
			• সুপ্ত উত্তেজনা (মোষ)
			• শারীরিক অসুবিধা
			• জন্মগত অসুবিধা

	• ঘনঘন ডাক, যোনিমুখ ফুলে ওঠা, যোনি থেকে তরল পারদর্শী স্রাব বেরোনো, ঘনঘন মুত্রত্যাগ, অন্য পশুর উপর চড়া বা তাদের চড়ার সুযোগ দেওয়া – এগুলি ঋতুর বা গরমে আসার লক্ষণ	• বারবার গর্ভধান (AI) করার পরেও পশু যখন গর্ভধারণ করে না	• গর্ভাশয়ে সংক্রমন • হরমোনের সমস্যা • শারীরিক অসুবিধা • জন্মগত অসুবিধা
		• প্রসবের পর ঋতু বা গরমের লক্ষণ দেখতে না পাওয়া	• শারীরিক ভাবে দুর্বল • শরীরে খনিজ পদার্থের স্বল্পতা
লালা ঝরা	• পশুটিকে কিরকম খাদ্য দেওয়া হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে একদিনে 40-150 লিটার লালা তৈরি হয়। • রাফেজ (শুখনো ঘাস) লালা উৎপাদন করে আর অতিরিক্ত দানা যুক্ত আহার কম লালা উৎপাদন করে।	• অতিরিক্ত লালা ঝরা, ফেনা কাটা	• শুকনো দানা/ঘাস খাবার খেতে দেওয়া • মুখে বা জিহ্বায় ঘা • এফএমডি (FMD) রোগ • বিষক্রিয়া • জলাতঙ্ক/রেবিস

পরামর্শ: গর্ভধান /প্রজনন (AI) করার সময়:

- যদি সন্ধ্যাবেলায় পশুটি ঋতুতে/গরমে আসে, তাহলে পরদিন সকালে গর্ভধান /প্রজনন করান।
- যদি সকালবেলায় ঋতুতে/গরমে আসে, তাহলে সেইদিনেই সন্ধ্যাবেলায় গর্ভধান/প্রজনন করতে হবে।
- কিছু পশু একদিনের থেকে বেশি গরমে/ঋতুতে থাকে (লম্বা ঋতুকাল) এবং সেইক্ষেত্রে পুনরায় প্রজনন করতে হবে।
- কিছু পশু কম সময়ের জন্য গরমে/ঋতুতে থাকে (ছোট ঋতুকাল) এবং সেইক্ষেত্রে সময়ের আগেই প্রজনন করতে হবে।

পরামর্শ: আপনার পশুর বন্ধ্যাত্ব নিবারনের জন্য, কখন একজন পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন:

ক্রমাগত 3 বার প্রজনন করার পরও যদি আপনার পশু গর্ভধারণ না করে,তখন অবশ্যই পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। বারংবার গর্ভধান/প্রজনন করার ফলে পশুর গর্ভাশয়ে ক্ষতি হতে পারে।

আপনি কী জানেন? সাব-ক্লিনিক্যাল অ্যাসিডোসীস

কম লালা তৈরি হলে সেটা সাব-ক্লিনিক্যাল অ্যাসিডোসীসের দিকে যেতে পারে, যার ফলে কম খাওয়া, ওজন কমে যাওয়া,ক্লান্ত হয়ে যাওয়া বা ডায়রিয়া, এমনকি পঙ্গুও হয়ে যেতে পারে।

আপনি কী জানেন? কিভাবে একটি পশু ঋতু/গরমে এসেছে পরীক্ষা করবেন

পিঠের নিচের দিকে হাত বোলালে, পশুটি কোমর ঝুকিয়ে দেবে ও লেজ একপাশে উঠিয়ে দেবে।

3 কার্যকলাপ চক্র

- গবাদি পশুদের ক্রিয়াকলাপ চক্রের উপর স্পষ্ট ধারনা থাকলে একটি পশুর আরামের স্তরের মূল্যায়ন করতে সহায়তা করবে। আরামদায়ক অবস্থায় থাকা একটি পশু তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ধরণ প্রকাশ করবে যদি তা করার অনুমতি দেওয়া হয়।
- স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের কোনরকম পরিবর্তণ লক্ষ করলে তা গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত এবং প্রশমিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
- পশুদের তার স্বাভাবিক কার্যকলাপ চক্র প্রদর্শন করতে দেওয়া উচিত।
- গবাদি পশুদের একটি দিনের স্বাভাবিক কার্যকলাপের ধরণ নীচে চিত্রিত করা হয়েছে:

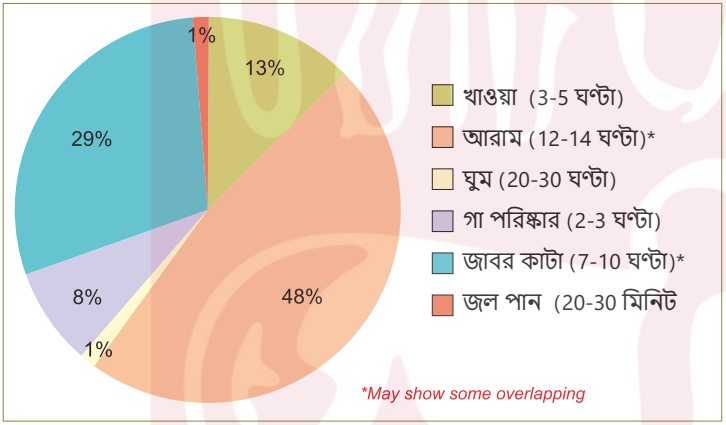

আপনি কী জানেন?

যখন একটি পশু শুয়ে থাকে তখন তার পালানের রক্ত সঞ্চালন প্রায় 30% বৃদ্ধি পায়, যা দুধ উৎপাদন এবং পালানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

যা অস্বাভাবিক	সম্ভাব্য কারণ
অত্যাধিক উত্তেজনা	• রুটিন/কর্মচারীদের পরিবর্তণ • ম্যাগনেশিয়ামের অভাব • স্নায়বিক রূপের কেটোসীস • মাছি কামড়ানো, গরম ইত্যাদির উপদ্রব • স্নায়ুতন্ত্রের রোগ (যেমন জলাতঙ্ক)
ক্রিয়াকলাপের ধরণগুলিতে কোনও চুড়ান্ত পরিবর্তন	• দুগ্ধ জ্বর • মারাত্মক সংক্রমন • আঘাত লাগা • অনুপযুক্ত খাদ্য বাবস্থাপনা • পর্যাপ্ত জায়গার অভাব • অনুপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভ্যাস (পশুকে সর্বদা বেঁধে রাখা)

4 প্রসবের লক্ষণ

প্রসবের লক্ষণগুলি সম্বন্ধে অবহিত হলে প্রসবকালে কখন কখন একটি পশুর পশুচিকিৎসকের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে তা দুগ্ধচাষীরা সহজেই বুঝতে পারে ।প্রসবের লক্ষণগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় : (i) প্রসবের পূর্বের লক্ষণ (প্রসবের 24 ঘণ্টা পূর্বে) (ii) প্রসব এবং (iii) গর্ভফুল বাহির হওয়া।

(I) প্রথম পর্যায় : প্রসবের পূর্ব সংকেত (প্রসবের 24 ঘণ্টা পূর্বে)

প্রসব হওয়ার আসন্ন লক্ষণগুলি হলো, যোনিদ্বার থেকে পরিষ্কার শ্লেষ্মা স্রাব বাহির হওয়া এবং দুধে ভরা পালান।

অন্যান্য লক্ষণগুলি :

- পশুটি দল থেকে আলাদা থাকতে চায়
- ক্ষুধামান্দ্যা
- অস্থিরতা যেমন পেটে লাথি মারা / তলপেটে আঁচড় কাটা
- পেলভিক লিগামেণ্ট শিথিল হওয়ার ফলে লেজটি উপরের দিকে উঠে যাওয়া
- যোনিদ্বার বড় হয়ে এবং ফুলে যাওয়া
- প্রসব হওয়ার 3 সপ্তাহ আগে বা কয়েক দিনপরে পালান দুধে ভরাট হয়ে যায়
- বাছুর প্রসবের অবস্থানে যাওয়ার সাথে সাথে পশুর পেটের আকারের পরিবর্তন হয়।

প্রসবের পূর্ব লক্ষণগুলি হলো লেজের গোড়া উপরের দিকে উঠে যাওয়া, যোনিদ্বার থেকে শ্লেষ্মা স্রাব বাহির হওয়া এবং দুধে ভরা পালান ।

পরামর্শ: প্রত্যাশিত প্রসবের তারিখ

- সর্বদা কৃত্রিম বীর্যদান করার তারিখ লিখে রাখুন ।
- গর্ভধারণের 3 মাস পরে যদি পশু ঋতু/গরমের লক্ষণ না দেখায় তাহলে গর্ভাবস্থার পরীক্ষা করুন

আপনি কী জানেন?

গরুর গড় গর্ভকাল 280-290 দিন এবং মহিষের 305-318 দিন হয়

প্রসবের পূর্ব লক্ষণ হলো যোনিদ্বার বড় হয়ে যাওয়া এবং ফুলে যাওয়া।

(ii) দ্বিতীয় পর্যায় : প্রসবের সংকেত (30 মিনিট থেকে 4 ঘণ্টা)

স্বাভাবিক প্রসবের সময় বাছুরের সামনের দুই পায়ের খুর এবং দুই পায়ের মধ্যে রাখা বাছুরের মাথা প্রথম দেখা যায়

- প্রসব প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় জলপূর্ণ থলিটি প্রথম দেখা যায়
- বাছুর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে, পশু সাধারণত প্রসব করে জলপূর্ণ থলিটি ফেটে যাওয়ার 30 মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে
- বকনা বাছুর চার ঘণ্টা পর্যন্ত সময় নিতে পারে
- একটি পশু দাঁড়িয়ে বা শুয়ে বাছুরের জন্ম দিতে পারে

প্রসব প্রক্রিয়ার সূচনা হয় ওয়াটার ব্যাগের (জলের থলি) দেখা দেওয়া থেকে

স্বাভাবিক প্রসবের সময় বাছুরের মাথা এবং উভয় পায়ের অগ্রভাগ দেখা যায়

মনোযোগ

প্রসব বেদনা 1 ঘন্টার বেশি হয়ে গেলে যদি জলপূর্ণ থলি না দেখা দেয় তাহলে অবিলম্বে পশুচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন

(iii) তৃতীয় পর্যায় : গর্ভফুল বাহির হওয়া (3-8 ঘণ্টা)

- সাধারণত 3-8 ঘন্টার মধ্যে বাহির হয়
- যদি গর্ভফুল 12 ঘন্টার বেশি থাকে তখন সেটিকে রিটেনসন অফ প্লাসেণ্টা বলা হয়

গর্ভফুল 12 ঘন্টার বেশি থাকলে রিটেনসন অফ প্লাসেণ্টা (আর.ও.পি.) বলা হয়

মনোযোগ

জোর করে গর্ভফুলকে বাহির করার চেষ্টা করবেন না কারণ এটি গুরুতর রক্তপাতের কারণ হতে পারে এবং গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে যা পশুর জন্য প্রাণনাশক হতে পারে

5 সুস্থ সদ্যোজাত বাছুরের লক্ষণ

- একজন পশুপালকের সদ্যোজাত বাছুরের স্বাস্থ্যের লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে প্রয়োজনে,তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারে।

সুস্থ সদ্যজাত বাছুর জন্মের কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠে দাঁড়ায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে (1-2 ঘন্টা বা তার কম) দুধ চুষে খেতে শুরু করে দেয়।

- সুস্থ সদ্যজাত বাছুর জন্ম হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠে দাঁড়ায় (বাম দিকের ফটো)
- দুধ খাবার সময় বাছুরের লেজ উঠানো এবং নাড়ানোর (মাঝের ফটো) ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে খাদ্যনালী সঠিকভাবে বন্ধ হয়েছে।
- কষ্ট করে জন্মানো বাছুরের মাথা ফোলা থাকে অথবা শরীর/মলদ্বারের চারপাশে মেকনিয়াম এর (সদ্যজাত বাছুরের কালো পায়খানা) দাগ লেগে থাকে এবং নিজের পরিচর্যার জন্য শক্তি এবং প্রেরণা কমে যায় (ডান দিকের ফটো)। এদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। বাছুরের অন্যান্য অস্বাভাবিক লক্ষণ এবং সম্ভাব্য কারণগুলি হলো :

অসুস্থতার লক্ষণ	সম্ভাব্য কারণ
দীর্ঘ বিশ্রামের পরে যখন উত্তেজিত করা হয় তখন পা বিস্তার করে না।	ইহা অসুস্থতার প্রথম লক্ষণ
পিছনের পা দিয়ে পেটে লাথি মারা	পেটে ব্যাথা
দাঁত পিষন	নিউমোনিয়া/ডায়রিয়া/পেট ফাঁপা ইত্যাদির কারণে গুরুতর হওয়া

অসুস্থতার লক্ষণ	সম্ভাব্য কারণ
• দাঁড়াতে অক্ষম	• হাঁটুতে ক্ষত • স্থানচ্যুত জয়েন্ট • নাভিতে সংক্রমন • দুর্বলতা • ভিটামিন E /সেলেনিয়ামের অভাব
• চোখ কোটরে ঢোকা এবং চামড়ায় নমনীয়তার অভাব	• ডায়রিয়ার পর শরীরে জলের অভাব (ডিহাইড্রেসন)
• পেট ফোলা (পট বেলী) এবং রুক্ষ চামড়া	• অধিক ফাইবার (আঁশযুক্ত) এবং কম শক্তিযুক্ত খাদ্য • অভ্যন্তরীন কৃমি
• দুধ খাওয়ার পর পেট ফোলা	• ইসোফেজিয়াল গ্রুভ (খাদ্যানালি) ভালোভাবে বন্ধ না হওয়ার জন্য • অধিক গরম/ঠান্ডা দুধ খাওয়ার জন্য • বল প্রয়োগ করে বা অধিক মাত্রায় দুধ খাওয়ার জন্য
• শুকনো মুখ, ঝুলে থাকা কান	• জ্বর
• পা ছড়িয়ে এবং মাথা প্রসারিত করে দাঁড়ানো	• দীর্ঘকালীন নিউমোনিয়া
• ডায়ারিয়া	• খাদ্যনলিতে সংক্রমন • ইসোফেজিয়াল গ্রুভ (খাদ্যানালি) ভালোভাবে বন্ধ না হওয়ার জন্য

আপনি কি জানেন ? একটি সদ্যোজাত বাছুরের সুস্থ জীবনের তিনটি স্তম্ভ

1 জন্ম হওয়ার সাথে সাথে নাভিতে সংক্রমননাশক লাগান।
2 সময় মত পর্যাপ্ত মাত্রায় গাজলা দুধ খাওয়ান
3 সঠিক কৃমিনাশক সময়সূচি অনুসরণ করুন

আপনি কি জানেন ? খাদ্যনালীর খাঁজ

এটিকে রেটিকুলার গ্রুভ বলা হয়, যা খাদ্যনালীর নিচের দিকের একটি পেশীয় গঠন,এটি যখন বন্ধ হয় , একটি টিউব গঠন করে দুধকে রুমেনে প্রবেশ না করিয়ে, সরাসরি এবওমাসামে (সত্যিকারের পাকস্থলী) প্রবেশ করতে দেয়। রুমেনের ভিতর দুধের ফারমেণ্টসন প্রতিরোধ করতে,এটি বাছুরদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

6 পা এবং গতিবিধি/চলনশক্তির লক্ষণ

এই লক্ষণগুলি মেঝের অবস্থা, পর্যাপ্ত জায়গার উপলব্ধতা এবং খাদ্যাভ্যাসের একটি ভাল ইঙ্গিত দেয়

পশুর লোকোমোশন স্কোর 1 এবং পায়ের স্কোর 1 হওয়া উচিত

যা জানতে হবে	যা অস্বাভাবিক	সম্ভাব্য কারণ
• পশুর স্বাভাবিক চালচলন (লোকোমোশন স্কোর 1): পশুটি দাঁড়ানো এবং হাঁটার সময় নিজের পিঠ সোজা রাখে, চার পায়ের উপর সমস্ত ভর সমান ভাবে বহন করে, জয়েন্টগুলো স্বচ্ছন্দে বাঁকাতে পারে, পশুটি চলাফেরা করার সময় মাথাটি স্থির থাকে। • পিছনের পায়ের স্বাভাবিক অবস্থান (পায়ের স্কোর 1): পিছন থেকে দেখলে, পিছনের পা দুটি মেরুদণ্ডের সমান্তরাল থাকে ও বাইরের দিকে ঘুরে যায় না।	• যেকোনও ধরনের খোঁড়া (লোকোমোশন ও পায়ের স্কোর দেখুন)	• পশুটির শোয়া, বসা এবং ঘোরাফেরার জন্য পর্যাপ্ত জায়গার অভাব। • অত্যাধিক দানা বা গোখাদ্য খাওয়ানোর ফলে সাবক্লিনিকাল এসিডোসীস বা অম্লতা হতে পারে।
	• গোয়ালের মেঝেতে হাঁটার সময় আত্মবিশ্বাসের অভাব	• অত্যন্ত পিচ্ছিল মেঝে
	• সামনের ও পিছনের পায়ের হাঁটুতে এবং পায়ে ক্ষত	• অসমান এবং অমসৃন মেঝে
	• অত্যাধিক বড় ক্ষুর	• উপযুক্ত ক্ষুরের ব্যবস্থাপনার অভাব

পঙ্গুত্বহীন পশু দাঁড়ানো এবং হাঁটার বা চলাফেরার সময় নিজের পিঠ সোজা রাখে

সুস্থ পিছনের পা মেরুদন্ডের সাথে সমান্তরাল থাকে এবং আক্রান্ত পিছনের পা বাইরের দিকে ঘুরে যায় (তীর চিহ্ন দেখুন)

অনুপযুক্ত মেঝের কারণে সামনের ও পিছনের পায়ের হাঁটুতে ক্ষত হয়

অন্য পায়ের তুলনায় আক্রান্ত ফুলে থাকা পায়ের ডিউক্লগুলো বেশি প্রশস্ত থাকে

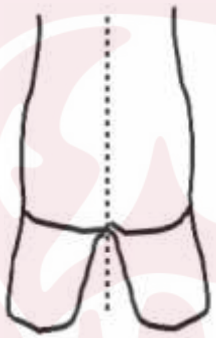

মৃদু সংক্রমনের ক্ষেত্রে পায়ের ফোলা প্রতিসম হয়

গভীর সংক্রমনের ক্ষেত্রে পায়ের ফোলা অপ্রতিসম হয়

7 খাদ্যাভ্যাসের লক্ষণ

খাদ্যাভ্যাসের লক্ষণ খাওয়ানোর ব্যবস্থাপনাকে প্রতিফলিত করে। যেহেতু দুগ্ধ ব্যবসায়ে প্রায় 70% খরচ পশুর খাওয়ার জন্য হয়, খাদ্যাভ্যাসের লক্ষণ সম্বন্ধে অবগত হলে তা দুগ্ধব্যবসায়ে লাভ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

শরীরের অবস্থা, গোবরের ঘনত্ব এবং গোবরের পাচনক্ষমতার স্কোর বিয়ানের অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত হওয়া উচিত

যা জানতে হবে	যা অস্বাভাবিক	সম্ভাব্য কারণ
• একটিপশুর বিয়ানের অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত রুমেন ফিল স্কোর থাকা উচিত (রুমেন ফিল স্কোর দেখুন)	• বিয়ানের অবস্থা অনুরূপ রুমেন ফিল স্কোর না হওয়া	• বিপাকীয়া (মেটাবলিক) বা অন্যান্য অসুস্থতা • অপর্যাপ্ত খাবার
• পশুর প্রসবের সময় শারিরীক অবস্থার স্কোর (বিসিএস)প্রায় 3 হওয়া উচিত (না কম না বেশি) • সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য, পশুটির প্রসব এবং প্রথম গর্ভধানের মধ্যে বিসিএস পার্থক্য 0.5 -এ সীমাবদ্ধ হওয়া	• কম বিসিএস	• খারাপ স্বাস্থ্য/দীর্ঘস্থায়ী রোগ • অপর্যাপ্ত খাবার
	• বেশি বিসিএস	• অতিরিক্ত খাবার
• গোবরের ঘনত্বের স্কোর 3 হওয়া উচিত (গোবরের ঘনত্বের স্কোর দেখুন)	• বেশি গোবরের ঘনত্বের স্কোর	• অতিরিক্ত ফাইবার • শরীরে কম ক্যালসিয়ামের মাত্রা (হাইপোক্যালসেমিয়া) • কেটোসিস
	• কম গোবরের ঘনত্বের স্কোর	• এসিডোসিস • আহারে বেশিমাত্রায় দানা বা গোখাদ্য • দীর্ঘকালীন পেটের রোগ যেমন JD (জন ডিসিস)
• বিয়ানের অবস্থা অনুযায়ী পাচনক্ষমতার স্কোর (গোবরের পাচনক্ষমতার স্কোর দেখুন)	• গোবরের ডাইজেস্টিবিলিটির (পাচনক্ষমতার) স্কোর	• রেশন গঠনে/খাবারে অসামঞ্জস্যতা

প্রসব হওয়ার প্রথম সপ্তাহের পরে রুমেন ফিল স্কোর 2 দেখা যায়। যদি এর পরেও এই স্কোর দেখা যায়,তাহলে কম আহার গ্রহনের ইঙ্গিত দেয় (ডানদিক)

বিসিএস (শারিরীক অবস্থার স্কোর) পশুদের খাদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থের অবস্থার ইঙ্গিত দেয়

আপনি কী জানেন? বিসিএস 3 এর উপরে হওয়া উচিত নয় ?

উচ্চ বিসিএস(3 এর উপরে) মেটাবোলিক সমস্যা যেমন কেটোসীস, ফ্যাটি লিভার সিন্ড্রোম এবং প্রসবের পর গর্ভফুল গর্ভশয়ের ভিতরে থেকে যাওয়া এবং অন্য প্রজনন সম্বন্ধনীয় সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি ন্যায্য ইঙ্গিত দেয় ।

৪ স্বাস্থ্যবিধি এবং বাঁটের স্বাস্থ সম্বন্ধনীয় লক্ষণ

- স্বাস্থ্যবিধি এবং বাঁটেরস্বাস্থ্য নির্ভর করে গোয়ালের পরিচ্ছন্নতার স্তর এবং দুধ দোহনের অভ্যাসের উপর।

যা জানতে হবে	যা অস্বাভাবিক	সম্ভাব্য কারণ
• স্বাস্থ্যবিধির স্কোর 1 হওয়া উচিত:পিছনের পায়ের নিচের দিকে, লেজে বা পালানে যেন কোনো প্রকার ময়লা না থাকে অথবা কেবল মাত্র তাজা বা শুকনো ছিটেফোঁটা ময়লা থাকতে পারে (স্বাস্থ্যবিধির স্কোর দেখুন)	• পিছনের পায়ের নিচের দিকে, লেজে এবং পালানে শুকনো ময়লার উপস্থিতি	• পর্যাপ্ত জায়গার অভাব • অপরিষ্কার গোয়াল ঘর • অনুপযুক্ত গোবরের ঘনত্ব
• বাঁটের স্কোর 1 হওয়া উচিত: বাঁটের শেষ ভাগ মসৃণ হওয়া উচিত এবং কোনো গাঁট থাকা উচিত নয়	• অধিক বাঁটের স্কোর	• দুধ দোহনের ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করা • দুধ দোহন যন্ত্রের অনুপযুক্ত প্রয়োগ
	• বাঁটের ত্বকে ফাটল	• শুষ্কতা

- স্বাস্থ্যবিধির স্কোর 1

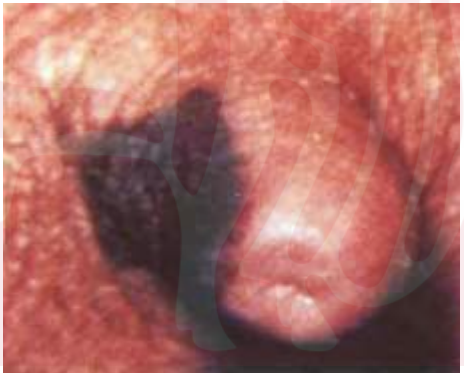

- বাঁটের স্কোর 1: মসৃণ বাঁটের মুখ

9 গরমের কারণে হওয়া পীড়নের লক্ষণ

- হাঁপানোর স্কোরের সাহায্যে তাপপ্রবাহের কারণে হওয়া পীড়নের মাত্রা নির্ধারন করতে পারা যায়।

পশুদের হাঁপানোর স্কোর 2 এর থেকে বেশি হওয়া উচিত নয়।

হাঁপানোর স্কোর	শ্বাস-প্রশ্বাস / মিনিট	স্থিতি
0	40 থেকে কম	স্বাভাবিক
1	40-70	হালকা হাঁপায়। মুখের থেকে লালা / বুকের গতিবিধি দেখা যায় না
2	70-120	জোরে হাঁপায়, লালা পড়ে কিন্তু মুখ বন্ধ থাকে।
2.5	70-120	2 নম্বরের মতো কিন্তু মুখ খোলা থাকে তথাপি জিভ বেরিয়ে আসে না
3	120-160	মুখ খোলা থাকে সাথে লালা ঝরতে থাকে। ঘাড় লম্বা করে রাখে এবং মাথা উপরে উঠিয়ে রাখে।
3.5	120-160	3 নম্বরের মতো কিন্তু জিভ অল্প বেরিয়ে আসে, কখনো কখনো অল্প সময়ের জন্য বেরিয়ে আসে ও অধিক মাত্রায় লালা ঝরে
4	>160	লম্বা সময়ের জন্য মুখ খোলা থাকে ও সম্পুর্ন জিভ বেরিয়ে আসে এবং অতিরিক্ত লালা ঝরে

পশুর হাঁপানোর স্কোর 3 : মুখ খোলা এবং লালা ঝরছে

10 বাসস্থান বা গোয়ালঘর সম্বন্ধিত সংকেত

- বাসস্থানের উপর কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ সংকেত রয়েছে যা সরাসরি পশুর আরামের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বিবরণ	কী জানা উচিত	গুরুত্ব
• গোয়াল ঘরের অবস্থান	• সঠিক নিষ্কাশনের জন্য গোয়াল ঘরের অবস্থান উচুঁ জমির উপর হওয়া উচিত	• গোয়ালের চারপাশে জলজমা বা স্যাঁতসেঁতে থাকা উচিত নয়। • শুষ্কতার কারণে ভেক্টরের (রোগবাহক যেমন মশা, মাছি ইত্যাদি) জনসংখ্যা কমে যায়।
• গোয়াল ঘরের দিক	• যে সমস্ত অঞ্চলে প্রতি দিন 5 ঘন্টা পর্যন্ত গড় উষ্ণতা 30°C বা তার থেকে বেশি থাকে, সেখানে গোয়ালের দিক পূর্ব পশ্চিম হলে লাভজনক হয়	• খাবার এবং জলের জায়গা সবসময় গোয়ালের ভিতর হওয়া উচিত যাতে পশু খাবার এবং জল খাবার জন্য গোয়ালের ভিতরে থাকতে পারে।
• গোয়াল ঘরের দেওয়াল	• দেওয়ালে প্রাকৃতিক বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত। • উষ্ণ অঞ্চলে কোন দেওয়ালের প্রয়োজন নেই। • কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে, প্রবল বাতাসকে আটকাতে এক পাশে একটি প্রাচীর (সাধারণত পশ্চিমদিকে) হওয়া উচিত।	• ভুলভাবে দেওয়াল স্থাপন করলে প্রাকৃতিক বায়ু প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয় এবং গ্রীষ্মকালে তাপপ্রবাহের কারণে চাপ (স্ট্রেস)/কষ্ট বেড়ে যায়। • পুরো দিনে কিছু সময় সূর্যের রশ্মি যদি মেঝের প্রতিটি অংশে এবং ছাদের দুই দিকে (ভিতর এবং বাইরের দিকে) পৌছাতে পারে তাহলে মেঝেকে শুষ্ক রাখতে সাহায্য করবে।

বিবরণ	কী জানা উচিত	গুরুত্ব
	• শীতল অঞ্চলে উত্তর দক্ষিণদিকের গোয়াল ঘর বেশি উপযুক্ত।	• যেখানে সারাদিন পশু চরে খায় তাদের জন্য এই ব্যবস্থা উপকারী।
• ভেন্টিলেশন (বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা)	• গোয়াল ঘরের ভিতর অ্যামোনিয়া জাতীয় কোন দুর্গন্ধ থাকা উচিত নয়। • একজন ব্যক্তির গোয়াল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ অনুভব করা উচিত নয়	• পর্যাপ্ত বায়ু প্রবাহ, গরমের কারণে হওয়া চাপ (স্ট্রেস) /কষ্ট হ্রাস করে। • পর্যাপ্ত বায়ু প্রবাহ শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত রোগের মাত্রা হ্রাস করে
• আলোক ব্যবস্থা	• দিনের বেলা গোয়ালের ভেতর পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা উচিত, যা গোয়ালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বই পড়ার জন্য যথেষ্ট • প্রতিদিন 16 -18 ঘণ্টার (>200 lux) জন্য যথেষ্ট আলো থাকা এবং 8 ঘণ্টা (<5 lux) অন্ধকার থাকা উচিত	• একটি পশুর দিনে কমপক্ষে 8 ঘন্টার জন্য পর্যাপ্ত মাত্রায় আলোর প্রয়োজন • যে সমস্ত পশুরা পর্যাপ্ত মাত্রায় আলো পায় সেইসমস্ত পশুরা বেশি সক্রিয়, বেশি খাবার গ্রহণ করে এবং গরম/ ঋতুর লক্ষণ ভালো দেখায় • বিয়ানের অবস্থায় থাকা পশুদের বেশি আলোর প্রয়োজন
• মেঝের ব্যবস্থা	• একজন ব্যক্তি যেন খালি পায়ে গোয়াল ঘরের মেঝেতে আরামে হাঁটতে সক্ষম হতে পারে।	• পশুর আরামের মাত্রা উন্নত হয়। • খুরের সমস্যা হ্রাস করে।
• বর্জিত পদার্থের (গোবর ও প্রসাব) ব্যবস্থাপনা	• গোয়াল ঘরের ভেতরে বা কাছাকাছি / আশেপাশে বর্জিত পদার্থ জমা থাকা উচিত নয়।	• বর্জিত পদার্থ বা অবর্জনা জমে থাকার কারণে ভেক্টরের (রোগবাহক যেমন মশা, মাছি ইত্যাদি) উপদ্রব বেড়ে যায়, যার ফলে পশুর ক্রিয়াকলাপ চক্রের পরিবর্তণ হয় এবং উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।
• স্থানের (জায়গার) আবশ্যকতা	• 40 বর্গ ফুট আচ্ছাদিত এলাকা সহ খোলা আবাস পদ্ধতিতে, প্রতিটি বয়স্ক পশুর জন্য প্রায় 160 বর্গফুট জায়গা উপলব্ধ হওয়া উচিত। • প্রতিটি পশুর জন্য প্রায় 2 বর্গফুট খাবার জায়গা প্রদান করা উচিত। • প্রতিটি পশুর জন্য প্রায় 3 ঘনফুট জলখাবার জায়গা প্রদান করা উচিত।	• পশুকে স্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ করতে দিলে এবং মুক্তভাবে চলাচল করার সুবিধা প্রদান করলে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এবং এবং ক্ষুরের সমস্যাও থাকবে না।
• খাবার (মেনজার) জায়গা এবং রেলিং	• গলায় (উপর অথবা/এবং নিচে) আঘাত/ক্ষত হলে খাবার (মেনজার) জায়গা এবং রেলিং উপযুক্ত উচ্চতায় অবস্থিত নয় এটাই বোঝায়।	• গুরুতর আঘাত ও ব্যথার ফলে পশু কম খাবার খেতে পারে ফলত উৎপাদন ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

11 চাপ (স্ট্রেস) অথবা ব্যথার কারণে বিভিন্নরকম আওয়াজ

- প্রাপ্তবয়স্ক গবাদি পশুরা সাধারণত খাবার সময়, দুধ দোহনের সময়, ঋতু বা গরমে আসার সময় এবং বাছুরকে দূরে সরিয়ে রাখলে অথবা বাছুরের মৃত্যু হলেও হাম্বা হাম্বা করে আওয়াজ করে। সমস্যার গুরুত্ব বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হলে, সাধারণ আওয়াজ এবং ব্যথার কারণে উৎপন্ন হওয়া আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত জরুরী। ব্যথার কারণে উৎপন্ন হওয়া কিছু আওয়াজ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুখের থেকে বার হওয়া আওয়াজ	আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি	গুরুত্ব
• চিৎকার করে হাম্বা আওয়াজ করা	• মুখ খোলা থাকে, মাথা সামনের দিকে এবং উপরের দিকে উঠে থাকে	• বাছুরের জন্য, দুধ দোহনের (পালনে দুধ ভর্তি থাকলে) জন্য, খিদে ও তৃষ্ণার কারণে, ঋতুর সময় ও পালের অন্য সদস্যের জন্য ডাকা
• অল্পক্ষণস্থায়ী প্রবল হাম্বা আওয়াজ করা	• সম্ভাব্য কারণের ঠিক পরে (যেমন দরজায় ধাক্কা লাগলে, আঘাত পেলে) মুখ খোলা থাকে, মাথা উপরের দিকে উঠে থাকে	• ভয় অথবা ব্যথা পেলে
• অবিরাম প্রবল হাম্বা আওয়াজ করা	• স্নায়বিক উপসর্গ থেকে মুক্ত সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক গাই গরু	• নিম্ফোম্যানিয়ার (অনীয়ন্ত্রিত বা অত্যাধিক যৌন ইচ্ছা) লক্ষণ
	• যে কোন বয়সের গবাদি পশু যখন মানসিক (স্নায়ুতন্ত্রের) রোগের সাথে ভাঙা আওয়াজ এবং শরীরের পিছনের দিকের মাংসপেশী দুর্বল হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখায়	• জলাতঙ্ক বা রেবিসের লক্ষণ
• আস্তে গুড় গুড় করে আওয়াজ করা	• স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ানো বা নিচের দিকে নামার সময় অথবা চাপের প্রতিক্রিয়ার কারণে	• পেট ব্যথার কারণে • যদি বুকের উপরের দিকে ব্যথা হয় -রেটিকুলো পেরিকার্ডাটিস হওয়ার লক্ষণ
• দীর্ঘসময় ধরে গোঙ্গানি আওয়াজের সাথে লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়া	• স্বাভাবিক বা সামান্য পরিশ্রমের পরে, মাথা বা ঘাড় প্রসারিত হওয়ার সময়। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কারণে	• বুকের ভিতর বেদনাদায়ক কোন স্থান বেড়ে যাওয়ার কারণে
• শ্বাস নেওয়ার সময় নাক ডাকা,গোঙ্গানি বা গর্জন করা	• শ্বাস নিতে কষ্ট পাওয়া	• শ্বাসনালীর উপরের অংশ সংকুচিত হওয়ার কারণে • নাক রন্ধ্রিকার উপরের অংশে হওয়া রোগ যেমন - নাকের ভিতরে হওয়া কৃমি বা পরজীবী (সিস্টোসোমিয়েসীস এবং রাইনোস্পোরিডিওসীস)
• কাশি	• শুকনো বা জোরে হওয়া কাশি যা খাওয়ার সময় হয় না	• শ্বাসনালীর উপরের অংশে হওয়া রোগের লক্ষণ
	• আর্দ্র এবং বা হালকা কাশি	• নেউমোনিয়ার লক্ষণ • ফুসফুসে কৃমির সংক্রমন হওয়ার লক্ষণ

A শারিরীক অবস্থার স্কোর (বিসিএস)

স্কোর 1	স্কোর 2	স্কোর 3	স্কোর 4	স্কোর 5
		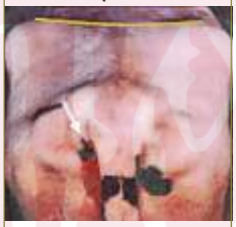	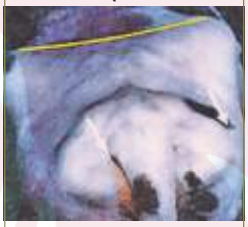	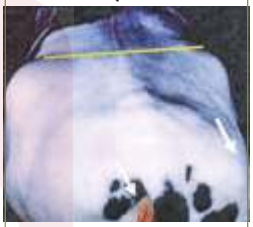
লেজের গোড়া -চামড়ার নিচে গভীর গর্ত ও চর্বি নেই। পাঁজরের হাড় স্পষ্ট।	লেজের গোড়া -সামান্য গর্ত ও কোমরের হাড় স্পষ্ট। পাঁজরের হাড়ের শেষভাগ গোলাকৃত।	লেজের গোড়া -সামান্য গর্ত ও কোমরের হাড় স্পষ্ট। পাঁজরের হাড়ের শেষভাগ গোলাকৃত।	লেজের গোড়া -চামড়ার নিচে চর্বি ভর্তি। কোমরের হাড়ের চারপাশে চর্বি জমা আছে।	লেজের গোড়া – সম্পূর্নরূপে মোটা ও চর্বিভর্তি। পাঁজরের হাড়ের শেষভাগ গোলাকৃত।

একটি পশুর শারিরীক অবস্থার স্কোর বিয়ানের পর প্রথম কিছু সপ্তাহে 2 হতে পারে। দুধ বন্ধের (শুকিয়ে যাওয়ার) সময় পশুর শারিরীক অবস্থার স্কোর 3 হওয়া উচিত। 3.5 এর ওপরে স্কোর থাকা পশুর বিপাকীয় এবং প্রজননের সমস্যা থাকতে পারে।

B পেট ভর্তির স্কোর (রুমেন ফিল স্কোর)

স্কোর 1	স্কোর 2	স্কোর 3	স্কোর 4	স্কোর 5
কোমরের হাড়ের থেকে নিচের দিকে চামড়ায় উল্লম্ব ভাঁজ দেখা যায়।	পেটের গর্ত ত্রিভুজাকারের হয়	পাঁজরের পিছনে ধনুকের আকারে পেটে গর্ত দেখা যায়	পেটে গর্ত দেখা যায় না	পেটের চামড়া টান টান হয়ে থাকে

বিয়ানের পর প্রথম কিছু সপ্তাহে একটি পশুর শারিরীক অবস্থার স্কোর 2 হতে পারে। স্কোর 3 হলো ভালো খাদ্য গ্রহণের সাথে একটি দুধ দিতে থাকা গরুর সঠিক স্কোর। দুধ দেওয়া বন্ধের সময় স্কোর 4 দেখা যায় এবং স্কোর 5 দুধ বন্ধ (শুকিয়ে যাওয়া) হয়ে যাওয়া পশুদের দেখা যায়।

C চলনশক্তির লক্ষণ

স্কোর 1 : স্বাভাবিক

পশু আত্মবিশ্বাসের সাথে দীর্ঘ পদক্ষেপ নেয়। পিঠ সমতল/সমান রেখে এবং চার পায়ের উপর সমান ভাবে ভর দিয়ে চলে।

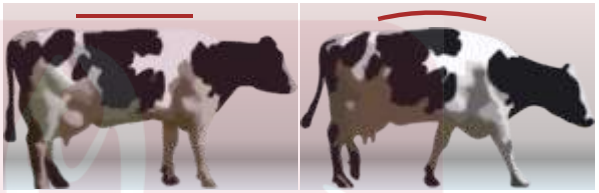

স্কোর 2 : সামান্য খোঁড়া

দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পিঠ সমতল/সমান থাকে **কিন্তু** হাঁটার সময় ধনুকের মতো হয়ে যায়। চলন সামান্য অস্বাভাবিক। আক্রান্ত হওয়া পা বা পাগুলো তৎক্ষনাৎ সনাক্ত করা যায় না।

স্কোর 3 : মাঝারী ধরনের খোঁড়া

পশু দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এবং চলার সময় পিঠ ধনুকের মতো থাকে এবং এক বা একাধিক পায়ের সাহায্যে ছোট পদক্ষেপ নেয়।

স্কোর 4 : খোঁড়া

পশু দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এবং চলার সময় পিঠ ধনুকের মতো থাকে **কিন্তু** নিজের শরীরের ওজন কিছুটা বহন করতে পারে।

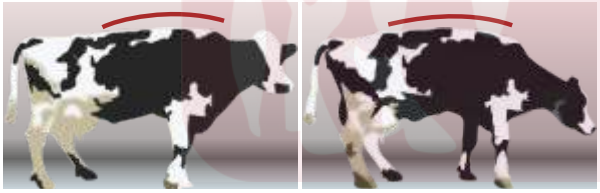

স্কোর 3 : গুরুতর খোঁড়া

এই অবস্থায় পশুর পিঠ ধনুকের মতো হয়ে যায়। চলাফেরা করতে অনিচ্ছুক থাকে। নিজের ওজন আক্রান্ত হওয়া পায়ের উপর নিতে পারে না যার ফলে আক্রান্ত হওয়া পায়ের প্রায় সম্পুর্ন ওজন অন্য সুস্থ পায়ের উপর স্থানান্তর করে দেয়।

আপনি কী জানেন? আক্রান্ত হওয়া পা কী ভাবে সনাক্ত করতে পারি?

- **সামনের দিকের পা:** আক্রান্ত হওয়া পায়ে ওজন বহন করার সময় মাথা উপরের দিকে তুলে রাখে এবং সুস্থ পায়ে ওজন বহন করার সময় মাথা নিচের দিকে নামিয়ে রাখে।
- **পিছনের দিকের পা:** আক্রান্ত হওয়া পায়ে হাঁটার সময় মাথা নিচের দিকে দুলতে থাকে এবং সুস্থ পায়ে ওজন বহন করার সময় মাথা উপরের দিকে উঠিয়ে রাখে।

D পা এর স্কোর

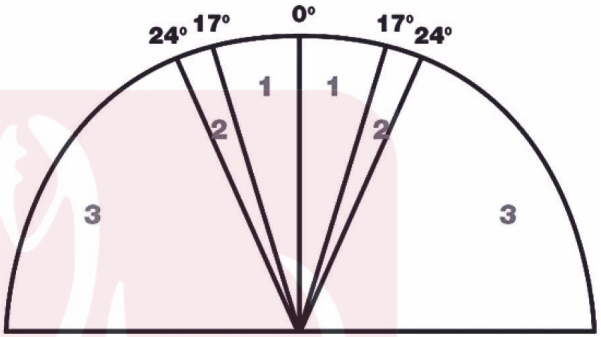

- পায়ের স্কোর হচ্ছে পিছনের দিকের পায়ের অবস্থানের পরিমাপ।
- ইহা ভেতরের এবং বাইরের ক্ষুর/নোখের উচ্চতার পার্থক্য সম্পর্কিত এবং এটি একটি পা রাখার উপায়।
- পশুরা পদতলের বেদনাদায়ক স্থানে উপশম পাবার জন্য তাদের পা বাইরের দিকে ঘুরিয়ে রাখে এবং তারা এই কাজটি পিচ্ছিল মেঝের উপর বেশি করে কারণ তারা ক্ষুরের উপর বেশি ভর দিয়ে হাঁটে।
- স্কোর 90° থেকে ডিগ্রী রোটেশন উপর ভিত্তি করে হয় যেমন যখন গরুর উভয় পা মেরুদণ্ডের হাড়ের সাথে সমান্তরাল থাকে.
- স্কোর 1:90° থেকে 17° পর্যন্ত। এটি আদর্শ অবস্থা **কিন্তু** ক্ষুরে সমস্যা থাকতে পারে।
- স্কোর 2:90° থেকে 24° পর্যন্ত
- স্কোর 3:90° থেকে 24° র থেকেও বেশি

E. গোবরের ঘনত্বের স্কোর

স্কোর 1	স্কোর 2	স্কোর 3	স্কোর 4	স্কোর 5
ঢিলা এবং জলযুক্ত, সম্ভবত খাদ্যনালীতে অসুস্থতার কারণে	কাস্টার্ডের মত ঘন, ওপর থেকে পড়লে ছিটিয়ে যায়, অসমঞ্জস্য রেশনের ইঙ্গিত দেয়	একটি 2-3সে. মি. মোটা গোবরের উপর একটি বিন্দুর মতো, এটি জুতোতে লেগে যায়না।	মোটা গোবর, সুগঠিত এবং একটার উপর আরেকটা রিংগের মতো লেগে থাকে, জুতোতে লেগে যায়।	প্রায় গোলাকার বলের আকারে হয়, জুতোর চিহ্ন বসে যায়।

দুধ দিতে থাকা গবাদি পশুর জন্য আদর্শ স্কোর 3। বকনা বাছুর বা দুধ না দেওয়া গবাদি পশুর স্কোর 4 বা 5 গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ইহা অসমঞ্জস্য রেশনেরও ইঙ্গিত দেয়।

F গোবরের পাচনক্ষমতার (Manure Digestibility) স্কোর

স্কোর 1	স্কোর 2	স্কোর 3	স্কোর 4	স্কোর 5
গোবর ক্রীমের মতো, সমরূপ এবং ভীষণ দুর্বল হয়। গোবরের মধ্যে কোন হজম নাহওয়া খাদ্যকনা থাকে না।	গোবর ক্রীমের মতো এবং সমরূপ হয়। গোবরের মধ্যে অল্প হজম নাহওয়া খাদ্যকনা থাকে।	গোবর সমরূপ হয় না। গোবরের মধ্যে হজম নাহওয়া খাদ্যকনা সনাক্ত করা যায়। হাত দিয়ে গোবরকে চেপে ধরে এবং পরে খুলে দিলে, হজম নাহওয়া খাদ্যকনা আঙুলে আটকে যায়	গোবরের মধ্যে বড় আকারের খাদ্যকনা অনুভব করা যায়। হজম নাহওয়া খাদ্যকনা দেখা যায়। হাত দিয়ে গোবরকে চেপে ধরে এবং পরে খুলে দিলে, হজম নহওয়া বলের আকারের ফাইবার (আঁশ) হাতের মধ্যে থেকে যায়।	গোবরের মধ্যে বড় আকারের খাদ্যকনা অনুভব করা যায়। খাদ্যের মধ্যে হজম নহওয়া পদার্থ স্পষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারি।
দুধ দেওয়া বা দুধ না দেওয়া (শুষ্ক) পশুর জন্য আদর্শ স্কোর	দুধ দেওয়া বা দুধ না দেওয়া (শুষ্ক) পশুর জন্য গ্রহণযোগ্য স্কোর	বকনা বাছুর বা দুধ না দেওয়া (শুষ্ক) পশুর জন্য গ্রহণযোগ্য স্কোর	সুষম আহারের প্রয়োজন	সুষম আহারের প্রয়োজন

G বাঁটের মুখের স্কোর

স্কোর 1	স্কোর 2	স্কোর 3	স্কোর 4
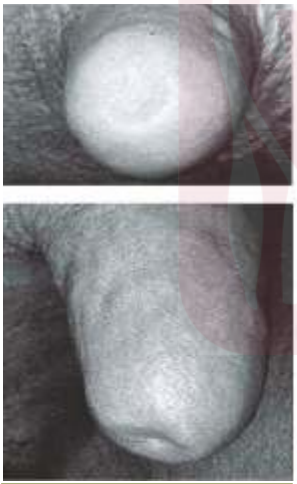	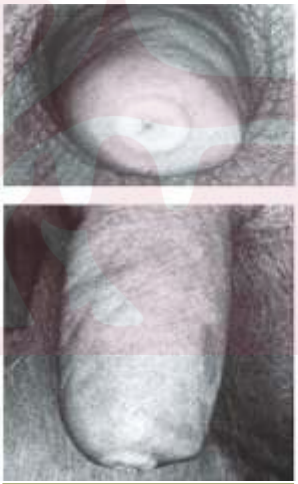	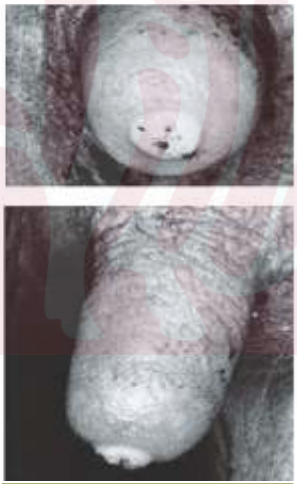	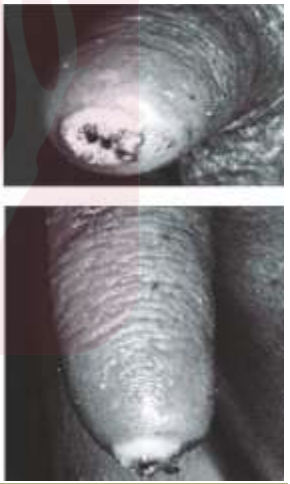
শেষ প্রান্ত মসৃণ, শক্ত পুরু টিসু নেই, ক্ষত নেই	গোলাকার শক্ত পুরু টিসু রিংএর মতো উঠে থাকে এবং সামান্য খসখসে	কেরাটিনের বৃদ্ধির সাথে খসখসে শক্ত পুরু টিসু	ভীষণ খসখসে শক্ত পুরু টিসু, কেরাটিনের বৃদ্ধির সাথে বাঁটের ত্বকে ফাটল দেখা যায়

H পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার স্কোর

পিছনের দিক (লেজ সহ)	পিছনের পায়ের নিচের দিক	পালান	
			স্কোর 1: পরিষ্কার কোনও ময়লা নেই অথবা শুধুমাত্র খুব অল্প পরিমাণে কাঁচা বা শুকনো গোবর উপস্থিত আছে
			স্কোর 2: ময়লা ময়লা উপস্থিত (অন্তত হাতের তালুর আকারে)
			স্কোর 2: খুব ময়লা অন্তত বাহুর দৈর্ঘ্যর সমান আকারের ময়লা উপস্থিত

Updated: Bengali/Dec-2023

রাষ্ট্রীয় ডেয়ারী বিকাশ বোর্ড
আনন্দ 388001 গুজরাট
ফোন: 02692-260148, 260149 • ফ্যাক্স: 02692-260157, ওয়েবসাইট: www.nddb.coop
facebook.com/NationalDairyDevelopmentBoard
www.dairyknowledge.in